দৈনিক ইত্তেফাক

তারিখ 25 FEB 2013
পৃষ্ঠা ২০ কলাম ৪

চট্টগ্রামে কওমি শিক্ষার্থী-পুলিশ সংঘর্ষ, লাঠিচার্জ, গুলি

গ্রেফতার অর্ধশতাধিক

■ সৈয়দ আবদুল ওয়াজেদ, চট্টগ্রাম অফিস

নগরীর বালুচরা ও হাটহাজারী উপজেলাসহ বিভিন্ন এলাকায় গতকাল বুধবার কওমী মাদ্রাসার শিক্ষক- ছাত্রদের সংগঠন হেফাজতে ইসলাম বাংলাদেশের সমর্থকদের সাথে পুলিশের দফায় দফায় সংঘর্ষে ৪০ জন আহত হয়েছে। গ্রেফতারও হয়েছে প্রায় অর্ধশতাধিক। পূর্ব ঘোষণা অনুযায়ী গতকাল নগরীর লালদীঘি ময়দানে সংগঠনের মহাসমাবেশে জেলার বিভিন্ন স্থান থেকে যোগদানের উদ্দেশ্যে আসা সমর্থকদের গাড়িবহরকে পুলিশ বাধা প্রদান করলে সংঘর্ষ বিভিন্ন স্থানে ছড়িয়ে পড়ে। বেলা ২টা থেকে শুরু হওয়া পুলিশ ও হেফাজতের সমর্থকদের সংঘর্ষে আহতদের চট্টগ্রাম মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালসহ বিভিন্ন ক্লিনিকে নিয়ে আসা হয়। আহতদের প্রায় সবাই গুলিবিদ্ধ। চমেক হাসপাতালে আনা ২০ জন আহতের মধ্যে ৭ জনের অবস্থা গুরুতর। এদের বিভিন্ন ওয়ার্ডে ভর্তি করা হয়েছে। আহতরা সবাই হাটহাজারীর দারুল উলুম মুইনুল মাদ্রাসার ছাত্র। গুরুতর আহত ৬ জনকে চমেক হাসপাতালের ক্যাজুয়ালিটি ওয়ার্ডে ভর্তি করা হয়েছে।

গত প্রায় এক সপ্তাহ ধরে হেফাজতের উদ্যোগে লালদীঘি ময়দানে সরকারের শিক্ষানীতিসহ বিভিন্ন পদক্ষেপের প্রতিবাদে জনসভার প্রস্তুতি চলছিলো। সংগঠনটি ইতিপূর্বে বিলিকৃত প্রচারপত্রে ২৪ ফেব্রুয়ারি তাদের লালদীঘির জনসভার ঘোষণা দেয়।

পুলিশ গতকাল সকালে লালদীঘির ময়দানে হেফাজতে ইসলাম বাংলাদেশের মহাসমাবেশ উপলক্ষে তৈরি মঞ্চ ভেঙে দেয়। পুলিশ নগরীর প্রবেশ মুখ হাটহাজারী সড়কের বালুচরাসহ বিভিন্ন পয়েন্টে সকাল থেকেই অবস্থান নেয়। বেলা ২টায় হাটহাজারী থেকে হেফাজতে ইসলামের সমর্থক, কওমী মাদ্রাসার শিক্ষক-ছাত্রসহ প্রায় ৭ হাজার সমাবেশকারীকে নিয়ে বাস, মাইক্রোবাস ও ট্রাকের একটি বহরকে নগরীতে প্রবেশে

➪ এরপর পৃষ্ঠা ১৯, কলাম ২

চট্টগ্রামে কওমি শিক্ষার্থী ২০ পৃষ্ঠার পর

বাধা প্রদান করে মহানগরী পুলিশ। ফলে তর্ক-বিতর্ক থেকে সেখানে উভয়পক্ষে সংঘর্ষ বেধে যায়। পুলিশ টিয়ার গ্যাস, লাঠিচার্জ ও শটগানের গুলিবর্ষণ করে। হেফাজতে ইসলামের সমর্থকরা ককটেল, লাঠি ও পিস্তলের গুলিবর্ষণ করে বলেও পুলিশের অভিযোগ। বালুচরায় সংঘর্ষের খবর ছড়িয়ে পড়লে হাটহাজারী পটিয়াসহ বিভিন্ন স্থানে পুলিশের সাথে হেফাজতে ইসলাম সমর্থকদের সংঘর্ষ শুরু হয়ে যায়। এ রিপোর্ট পাঠানো পর্যন্ত বিভিন্ন স্থানে সংঘর্ষের ঘটনা ঘটছিলো। বালুচরায় সংঘর্ষের ঘটনায় গুলিবিদ্ধ হয়ে গুরুতর আহত হাটহাজারী দারুল উলুম মাদ্রাসার ৭ ছাত্রের নাম যথাক্রমে সাইদুর ইসলাম (২৫), শাহ মোসাইন (২২), মোহাম্মদ শামিম (১৮), আশরাফ আলী (২৫), মোহাম্মদ দিদারুল আলম (৩২), মোহাম্মদ নাসির উদ্দিন (২১) এবং শরিফুল ইসলাম (২৫)।

হেফাজতে ইসলাম বাংলাদেশের উদ্যোগে লালদীঘি ময়দানে আয়োজিত জনসভার অনুমতি প্রসঙ্গে পরস্পর বিরোধী বক্তব্য পাওয়া গেছে। চট্টগ্রাম মহানগরী পুলিশের উপ-পুলিশ কমিশনার (উত্তর) বনজ কুমার মজুমদার গতকাল সন্ধ্যায় ইত্তেফাককে বলেন, 'জনসভার জন্য কোনো ধরনের অনুমতি দেয়া হয়নি। বেশ ক'দিন আগে হেফাজতে ইসলাম বাংলাদেশ নামের একটি সংগঠনের পক্ষ থেকে লালদীঘিতে জনসভার জন্য আবেদন করা হয়েছিলো।' অন্যদিকে হেফাজতে ইসলামের পক্ষ থেকে বলা হয়, তারা পুলিশ থেকে মহাসমাবেশের অনুমতি নিয়েই যাবতীয় প্রস্তুতি গ্রহণ করেছিলো।

বালুচরা হাটহাজারী সড়ক এলাকার নিয়ন্ত্রণকারী মহানগরীর বায়েজিদ থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা এমএ সবুর গতকাল ইত্তেফাককে বলেন, 'হাটহাজারী থেকে প্রায় ৭ হাজার মাদ্রাসার শিক্ষক ও ছাত্র দাঙ্গা করার প্রস্তুতি নিয়ে এসেছিলো। মহাসমাবেশের অনুমতি না থাকায় বালুচরায় তাদেরকে নগরীতে প্রবেশ না করার জন্য অনুরোধ করি। এতে তারা ক্ষুব্ধ হয়ে গালিগালাজ এবং পুলিশকে লক্ষ্য করে ১টি ককটেল চার্জ করে। এতে আমার ডান পায়ে আঘাত লাগে। তারা আশেপাশের কাঁচা ঝুপড়িতে আগুন লাগিয়ে দিয়ে পুলিশের বাধা ভাঙার চেষ্টা করলে সংঘর্ষ বেঁধে যায়। পুলিশ ৪/৫ রাউন্ড শটগানের গুলি, কাঁদানে গ্যাস ছোঁড়ে এবং তাদের ছত্রভঙ্গ করতে লাঠিচার্জ করে।' বায়েজিদ থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তারা অভিযোগ করেন, হাটহাজারী থেকে আসা হেফাজতে ইসলাম বাংলাদেশের ৮/৯টি মোটর সাইকেলে আরোহী সমর্থকরা পুলিশকে লক্ষ্য করে পিস্তলের গুলি বর্ষণও করে।

গতকাল বিকালে সিএমইউজে কার্যালয়ে হেফাজতে ইসলামের এক সংবাদ সম্মেলনে সংগঠনের সমর্থকদের ওপর পুলিশি হামলার প্রতিবাদে চট্টগ্রাম-রাঙ্গামাটি ও খাগড়াছড়ি সড়কে গতকাল থেকে অনির্দিষ্টকালের অবরোধ কর্মসূচি ঘোষণা করা হয়। সংবাদ সম্মেলনে বলা হয়, তারা শান্তিপূর্ণভাবে সমাবেশ করতে চেয়েছিলেন; কিন্তু পুলিশ বিনা উসকানিতে নগরীর বিভিন্ন প্রবেশমুখে বাধা প্রদান করে ও লাঠিচার্জ, টিয়ার সেল নিক্ষেপ ও গুলিবর্ষণ করে। সংবাদ সম্মেলনে দাবি করা হয় যে, পুলিশ হামলায় হেফাজতে ইসলামের ৩৫ জন কর্মী আহত হয়েছে। সংবাদ সম্মেলন থেকে আজ বৃহস্পতিবার দেশব্যাপী প্রতিবাদ সমাবেশ পালনেরও ঘোষণা দেয়া হয়। সংবাদ সম্মেলনে উপস্থিত ছিলেন হেফাজতে ইসলামের প্রচার সচিব আজিজুল হক, মাওলানা গোলাম রব্বানী, মুরাদবিন ইজহার প্রমুখ।

হাটহাজারীতে সড়ক অবরোধ বিক্ষোভ-সংঘর্ষ

হাটহাজারী থেকে আমাদের সংবাদদাতা জানান, গতকাল বিকালে বালুচরা এলাকায় মহাসমাবেশগামী হেফাজতে ইসলাম সমর্থকদের উপর পুলিশের হামলার পর হাটহাজারী উপজেলার ফতেয়াবাদ, মদনহাট এবং চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের আশপাশের এলাকা উত্তপ্ত হয়ে উঠে। হামলার প্রতিবাদে হেফাজতে ইসলাম সমর্থকরা সড়কে ব্যারিকেড দিয়ে মিছিল বের করতে চাইলে বাধা প্রদান করে। পুলিশের সাথে সংঘর্ষে আহতরা হলো : মোঃ হেলাল (২০), শিক্ষক মাওলানা দিদার, মো. সাইফুল ইসলাম, মোঃ শরীফ, আব্দুল মালেক, রাশেদুল ইসলাম, আমিনুল ইসলাম, মোঃ মোরশেদ, মোঃ রফিক, মোঃ শফিক, মোঃ নাজমুল, মোঃ লোয়াকত, মোঃ সবুর, মোঃ আব্দুল মালেক, নিজাম উদ্দিন, আব্দুল্লাহ। এদের মধ্যে মোঃ হেলাল, দিদার, সাইফুল, শরীফ, নিজাম ও আব্দুল্লাহের অবস্থা খারাপ বলে জানা গেছে।

গতকাল ফতেয়াবাদ, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের ১ নম্বর গেট এলাকাসহ বিভিন্ন স্থান থেকে অর্ধশতাধিক ছাত্রকে গ্রেফতার করেছে পুলিশ।

'লালদীঘির মহাসমাবেশে বাধা দিয়ে সরকার নিজের পতন ত্বরান্বিত করেছে'

ইসলামী আইন বাস্তবায়ন কমিটির আমীর ও ইসলামী ঐক্যজোটের চেয়ারম্যান মুফতী ফজলুল হক আমিনী আগামী ১৪ মে পল্টন ময়দানের মহাসমাবেশ সফল করার আহ্বান জানিয়ে বলেছেন, লালদীঘি ময়দানে ইসলাম ও দেশ বিরোধী কর্মকাণ্ডের প্রতিবাদে আয়োজিত মহাসমাবেশে বাধা দিয়ে সরকার নিজের পতনকে ত্বরান্বিত করেছে।

গতকাল বুধবার এক বিবৃতিতে তিনি বলেন, বর্তমান সরকারও জেল-যুলুম-ফাঁসি দিয়ে উলামাদের দমাতে পারবে না।